বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৭তম জাতীয় সমাবেশ-২০১৭

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

আনসার-ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুর, রবিবার, ৩০ মাঘ ১৪২৩, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক,

আনসার ও ভিডিপি'র কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ এবং

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৭তম জাতীয় সমাবেশে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি। ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে; যাঁর আত্মত্যাগে আমরা একটি দেশ পেয়েছি, পেয়েছি লাল সবুজের পতাকা।

আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতার প্রতি। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আনসার বাহিনীর ৬৭০ জন বীর সদস্যসহ ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে।

প্রিয় আনসার ও ভিডিপি সদস্যগণ,

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মাটি ও মানুষের বাহিনী। জরুরি প্রয়োজনে সরকারের বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে এ বাহিনী বার বার রেখেছে তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সর্ববৃহৎ ও সুশৃঙ্খল এ বাহিনী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের প্রয়োজনে সর্বদা রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

জাতির পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে এ বাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপক অংশগ্রহণ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। তাঁদের কাছে রক্ষিত ৪০ হাজার থ্রি নট থ্রি রাইফেলই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল শক্তি। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এ দিনে আমি স্মরণ করছি এই বাহিনীর ১২ জন বীর আনসার সদস্যকে যাঁরা ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারকে শপথ গ্রহণকালে আনুষ্ঠানিক 'গার্ড অব অনার' প্রদান করেছিলেন।

স্বাধীনতার পর থেকেই প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনারা সবসময়ই কর্মদক্ষতা ও সফলতার পরিচয় দিয়ে আসছেন। বিশেষ করে জাতীয় সংকটকালে এবং জরুরি মুহূর্তে আপনাদের কর্মতৎপরতা এ বাহিনীকে সরকারের এক নির্ভরযোগ্য অংশ হিসেবে পরিণত করেছে। বিভিন্ন নির্বাচনে দায়িত্ব পালন ছাড়াও অপারেশন রেলরক্ষা, মহাসড়কে নাশকতা রোধ এবং মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ রুখতে আপনাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং ইংরেজি নববর্ষ বরণের সময়ে বিশৃঙ্খলা ও নাশকতা ঠেকাতে আপনাদের বলিষ্ঠ ও সক্রিয় ভূমিকা দেশবাসী দেখেছে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসব পালনকালে জননিরাপত্তা বিধান ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আপনাদের অবস্থান সুস্পষ্ট। এ ক্ষেত্রে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি অকুতোভয় সেসব আনসার সদস্যদের যাঁরা দায়িত্ব পালনকালে জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

আনসার-ভিডিপি সদস্যগণ,

সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। বিশেষ করে শিল্প কারখানা, সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক আনসার সদস্যের সর্বদা সতর্ক উপস্থিতি দেশের অর্থনীতির চাকাকে রেখেছে নিরাপদ ও গতিশীল।

বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় গঠিত এভসেক (এভিয়েশন সিকিউরিটি)- এ আনসার বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অতি সম্প্রতি এ বাহিনীতে বিশেষ ইউনিট গঠন করা হয়েছে, যা হলিআর্টিজান মর্মান্তিক ঘটনা পরবর্তীকালে কূটনৈতিক

জোনের নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং কূটনৈতিক মহলে বেশ প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রটেকশনের জন্য দুইটি আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আনসার ও ভিডিপি'র উন্নয়নে আমাদের সরকারের এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

প্রিয় কর্মকর্তা-কর্মচারি ও সদস্যবৃন্দ,

১৯৯৮ সালে আমাদের সরকারই আপনাদের সর্বোচ্চ সম্মান জাতীয় পতাকা প্রদান করে। আপনাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার ধারাবাহিকতায় ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকরি ৯ থেকে ৬ বছরের পূর্ণতা সাপেক্ষে স্থায়ীকরণের বিষয়টি সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়া আপনাদের সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণ প্রতিবছরই বিভিন্নভাবে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। গত বছর ১৫টি মডেল আনসার ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর নির্মাণের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। ইতোমধ্যে ৫টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি বছর আপনাদের দৃষ্টান্তমূলক কর্তব্যপরায়ণতা ও সাহসিকতার স্বীকৃতি স্বরূপ যে পদক প্রদান করা হচ্ছে তা আমাদের সরকারই প্রবর্তন করেছে।

এছাড়া সম্প্রতি অস্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার, অঙ্গীভূত আনসার, হিল আনসার এবং ভিডিপি দলনেতা-দলনেত্রীদের ভাতাদি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে ভিডিপি দলনেতা-দলনেত্রীদের পদসংখ্যা ৮ হাজার ৫ শ' জন থেকে ১৫ হাজার ২ শ' ৪৮ জনে উন্নীত করা হয়েছে। শহর এলাকায় সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ওয়ার্ড দলনেতা ও দলনেত্রীর পদ বাড়ানো হয়েছে।

উপস্থিত সদস্যগণ,

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাহসিকতা ও কর্মদক্ষতা বর্তমানে সর্বজন স্বীকৃত। পার্বত্য এলাকায় এ বাহিনীর ১৫টি ব্যাটালিয়ন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে অপারেশনাল ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। বিশেষ করে উপমহাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ দু'টি মহিলা ব্যাটালিয়ন- এর সদস্যগণ দেশের সীমান্তে নাশকতা রোধ এবং অবৈধ চোরাচালান দমনে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও র‍্যাবে দায়িত্ব পালন করছে যা সত্যিই প্রশংসনীয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সন্ত্রাস দমনে রয়েছে এ বাহিনীর সক্রিয় ভূমিকা।

সারাদেশে ২৪টি ব্যাটালিয়নের মোতায়েনকৃত সদস্য পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি এবং ডিজিএফআই এর সঙ্গে জাতীয় সংসদ ভবন, নির্বাচন কমিশন ও সচিবালয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া এসব ব্যাটালিয়ন বিভিন্ন জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায়ও সহযোগিতা করছে।

প্রিয় সদস্যগণ,

কর্মমুখী ও কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবসম্পদকে কর্মদক্ষ করে গড়ে তোলা এ বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ বাহিনীর সদস্যগণ বর্তমানে যুগের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানসম্মত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আমি এটা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, সাম্প্রতিক সময়ে এ বাহিনীর কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ দেশে-বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন।

আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে এ বাহিনী সারাদেশে এক বিশাল পরিবর্তন সূচনা করেছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক। ব্যাংকটি সদস্যদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নসহ নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও ঋণ গ্রহণ এর অপূর্ব সম্মিলনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে এ ব্যাংক কাজ করছে।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা আমাদের শিখিয়েছেন কী করে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে হয়। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। বিশ্বে এখন বাংলাদেশ উন্নয়নের 'রোল মডেল'। আমরা নিম্ন মধ্যবিত্তের দেশে উন্নীত হয়েছি। ৫ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে। আমাদের প্রবৃদ্ধি এখন ৭.১ ভাগে উন্নীত হয়েছে। রিজার্ভ ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ ডলার। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ হাজার ৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।

আমরা ফার্স্ট ট্র্যাক প্রকল্প গ্রহণ করেছি। গভীর সমুদ্রবন্দর, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মেট্রোরেল, আন্তঃদেশীয় রেল প্রকল্প এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ও

কর্ণফুলি নদীর তলদেশে দেশের প্রথম টানেল নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আমাদের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

আনসার-ভিডিপির প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

জনগণের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আপনারা সততা, শৃঙ্খলা, আন্তরিকতা ও সাহসের সঙ্গে কাজ করবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করে জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলব, ইনশাআল্লাহ। আমি আবারও আপনাদের সকলকে এ মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ প্রদর্শনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...